দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 16 JUN 1995
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

06

শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ

স্টাফ রিপোর্টার ॥ আগামী ১৯৯৫-৯৬ সালের বাজেটে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এই বরাদ্দের পরিমাণ হচ্ছে শিক্ষা ও ধর্ম খাতে সর্বমোট তিন হাজার সাতশ' ৫৪ কোটি টাকা।

(শেষ পৃষ্ঠা ৩ কঃ দেখুন)

শিক্ষা খাতে

(প্রথম পাতার পর)

বাজেট বরাদ্দ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, রাজস্ব এবং উন্নয়ন উভয় বাজেটেই বরাদ্দের ক্ষেত্রে শিক্ষা খাতের অবস্থান সর্বোচ্চ। তার পরই রয়েছে যথাক্রমে স্বাস্থ্য, পরিবহন ও যোগাযোগ খাতের অবস্থান। শিক্ষা ও ধর্ম খাতে রাজস্ব ব্যয়ের প্রাক্কলন করা হয়েছে দুই হাজার ১৪৮ কোটি ৪২ লাখ টাকা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ব্যয় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এক হাজার ৬৫০ কোটি ২৯ লাখ টাকা।

অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা থেকে জানা যায়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের অধীনে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ১৪শ' কোটি টাকা ব্যয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ এবং মেরামতের কর্মসূচী সরকার গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য আগামী অর্থবছরে (১৯৯৫-৯৬) প্রায় পাঁচ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ, দুই হাজার বিদ্যালয় মেরামত এবং বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় দুই হাজার নতুন বিদ্যালয় নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৩-৯৪ অর্থবছর থেকে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী প্রবর্তন করার পর বর্তমান অর্থবছরে তা এক হাজারটি ইউনিয়নে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। আগামী অর্থবছরে প্রায় তিন শ' কোটি টাকা ব্যয়ে এই কর্মসূচী দেশের এক হাজার ২৫০টি ইউনিয়নে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে দেশের সক্রিয় চাহিদার নিরিখে কর্মমুখী করার লক্ষ্যে সরকার কতিপয় অভূতপূর্ব ও উদ্ভাবনমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এ সকল কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য সর্বকালের সর্বাধিক অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। ১৯৯৪-৯৫ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত ১৭শ' ৭৭ কোটি টাকা থেকে দু'শ' ৪৩ শতাংশ বাড়িয়ে ১৯৯৫-৯৬ সালে এই বরাদ্দ ১৯শ' ১৬ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়া সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আগামী বছর পনেরো লাখ নিরক্ষরকে সাক্ষর করার কর্মসূচী নেয়া হয়েছে। অপরদিকে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাত হাজার স্নাতক ডিগ্রীধারী মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদানের পর গ্রামীণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।